কোরান-কণিকা

মীর ফজলে আলী, বি. এল

মূল্য এক টাকা।

উৎসর্গ-পত্র

জনাব হযরত মরহুম মীর হাতেম আলী
সাহেবের পবিত্র আত্মার উদ্দেশে—

পিতঃ, তুমি স্বর্গগত, আজো তবু তোমারি আশীষ
বিপদে আপদে মোরে বাঁচাইয়া রাখে অহর্নিশ।
ছায়ালোক হ'তে কোন্ মন্ত্রশক্তি অদৃশ্য মায়ায়
শিরে কর রাখি মোর না জানি কি পরশ বুলায়।
শুদ্ধাচারী হে তাপস, সেবাধর্ম্মে ছিল সদা মন,
পার্থিব সুখের আশে সত্য যাহা কর নি বর্জ্জন।
জীবনের আদর্শ সে ধন-রত্ন-বিত্ত আদি নয়,
চিত্তের শোধন বিনা মানুষের উন্নতি কি হয়?
এ কথা বলিতে তুমি, কর নি ক ধনীরে সম্মান,
হো'ক সে দরিদ্র তবু জ্ঞানী জনে দিলে উচ্চ স্থান।
পথের কাঙালে ডেকে নিজ হস্তে দিয়েছ আহার,
লৌকিকতা তুচ্ছ করি লোকধর্ম্ম করিলে প্রচার।
জানি আমি ভালবেসেছিলে তুমি পবিত্র কোরান,
তাই আমি গাঁথিয়াছি পুণ্য গাথা ওহে পুণ্যবান্!
গাহিয়া কোরান-গীতি পুণ্য যাহা করিনু অর্জ্জন,
আত্মার উদ্দেশে তব ভক্তি ভরে করিনু অর্পণ।

বরিশাল
১৫ই শাওয়াল, হিঃ ১৩৪৯

স্নেহের
"ফজলু"
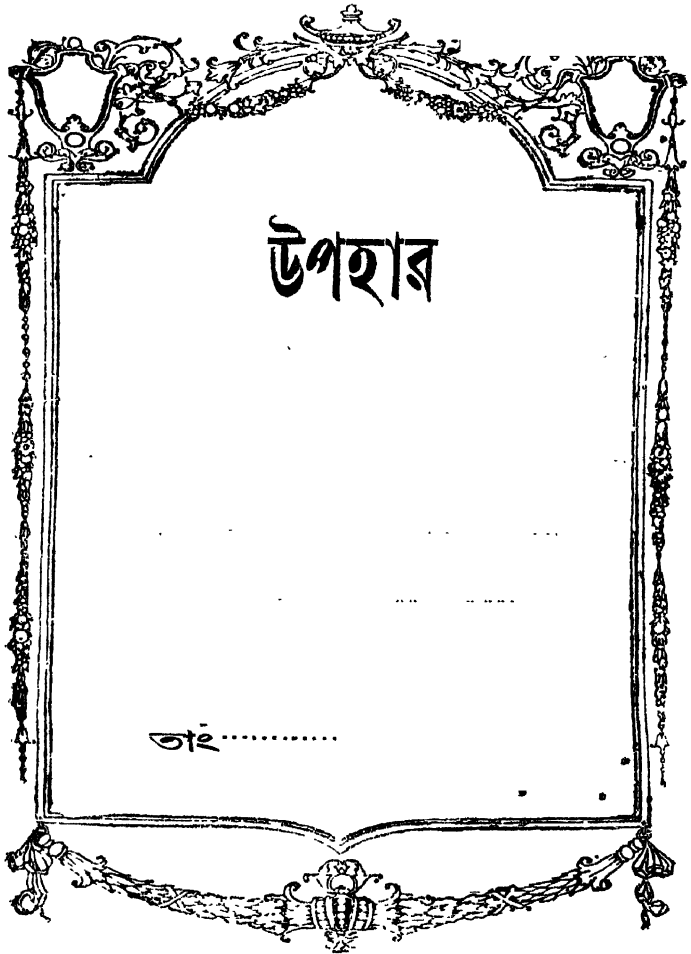
নিবেদন

কোরানের কাব্যানুবাদ, বড় দুরূহ ব্যাপার—শব্দে শব্দে অবিকল অনুবাদ সম্ভব হয় না ; পদ্যে কেন গদ্যেও নয়। শব্দের অর্থ বিকৃত না করিয়া, ভাব বজায় রাখিয়া, ছন্দের মিল ও কবিতার লালিত্য নষ্ট না করিয়া, তবে ত অনুবাদ। আমি এ আদর্শ যথাসম্ভব অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ছন্দের খাতিরে কোন কোন স্থানে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়াছি সত্য, কিন্তু ভাবকে বিকৃত করি নাই ; অতিরিক্ত শব্দ ' ' চিহ্নের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছি। বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের অবিকল প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া কষ্টকর ; তাই অনেক স্থলে ভাব-প্রকাশক বাংলায় প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। আমার ভুল ত্রুটীর জন্য জ্ঞানের মালিক খোদাতা'লার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ; দয়াময় দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন—ইহাই আমার ভরসা।

কোরান-কণিকায় দশটী সূরাহ্ ও পাঁচটী সূরা'র অংশবিশেষ স্থান পাইয়াছে। বর্ণিত সূরাহ্ ও আয়াত সমূহ 'কেরাত' ও 'তেলাওত' কালে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুবাদগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ইস্‌লাম ধর্ম্মের সার মর্ম্ম, ঈমানের মূল তত্ত্ব ও সূত্র সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে ; ইহাই আমার ধারণা।

কোরান কবিতা-পুস্তক নহে, "সহজ সরল কোরান এখানি...বহিয়া এনেছে সাবধান বাণী" (সূরাহ-ইয়াসীন)। সুতরাং ইহাতে কাব্যামৃত রসাস্বাদ না পাওয়ারই কথা, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসুর জন্য ইহাতে পরম রসের সন্ধান আছে। সাগর, ভূধর, কানন, প্রান্তর, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ, তারকার অন্তরালে যে অনাদি সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে, তাহার

তুলনা নাই। সে রূপ চোখে দেখার নয়—অন্তরে অনুভব করিবার। যিনি অনুভব করিতে পারিয়াছেন তিনি ইহাতে 'শরাবান্ তহুরায়' আস্বাদন পাইবেন ; ইহাই আমার বিশ্বাস।

সাহিত্যে প্রথম প্রচেষ্টা না হইলেও ইহা আমার প্রথম দান। আমার নিজের কথা নহে—খোদার কালাম ; আমি বাংলা ভাষায় ছন্দের গাঁথুনীতে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র ; এই হিসাবে বহিখানি সমাদৃত হইলে পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

বহু-ভাষাবিৎ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল, ডি-লিট সাহেব এবং বরিশাল বি, এম কলেজের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক মৌলবী সাজ্জাদ আলী সাহেব বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুবাদগুলি দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

বরিশাল
১৩৩৭, ফাল্গুন

বিনীত
'অনুবাদক'

ভূমিকা

জগতে যদি সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক কোন বস্তু থাকে, তাহা মহামহিম কোর্‌আন। এক বর্ব্বর যাযাবর জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে যাহাদের কোন স্থান ছিল না,—তাহারা যে একদিন সহসা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া ক্রমে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, জ্ঞানে ও চরিত্রে অনন্তকালের ভালে অত্যুজ্জ্বল চিহ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কোন্ মন্ত্রবলে? নিরপেক্ষ অমুসলমান লেখকের উক্তি শুনুন। "অন্য বিষয় ছাড়িয়া আমরা একেবারে এই অদ্ভুত গ্রন্থের মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইতেছি—এমন এক গ্রন্থ যাহার সাহায্যে আরব জাতি মহান্ সেকন্দারের সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর, রোম সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর এক সাম্রাজ্য তত দশকে জয় করিয়াছিল, যত শতকে রোমের বিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল; যাহার সাহায্যে সামবংশীয়গণের মধ্যে কেবল তাহারাই রাজবেশে ইউরোপে আসিয়াছিল যেখানে পূর্ব্বে ফিনিসীয়েরা বণিক্‌বেশে এবং য়িহুদীরা পলাতক বা বন্দীবেশে আসিয়াছিল; তাহারা ইউরোপে আসিয়াছিল এই সকল পলাতকের সহযোগে ইউরোপকে আলো দিবার জন্য—কেবল তাহারাই, এমন সময় যখন চারিদিকে অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল; তাহারা আসিয়াছিল গ্রীসের মৃত জ্ঞানবিজ্ঞানকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য, দর্শন, চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং মনোহর সঙ্গীত বিদ্যা পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে শিক্ষা দিবার জন্য, বর্ত্তমান্ বিজ্ঞানের শৈশবদোলায় দণ্ডায়মান হইবার জন্য এবং পরবর্ত্তী আমাদিগকে গ্রানাডার পতন দিন স্মরণ করাইয়া চিরকাল কাঁদাইবার জন্য।" (১)

(1) We turn in preference, at once to the intrinsic portion of this strange book—a book by the aid of which

ইস্‌লাম-বিদ্বেষী অধ্যাপক্ মার্গোলিউথ পর্য্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে "পৃথিবীর প্রধান ধর্ম্মগুলির মধ্যে যে কোর-আনের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে ইহা মানিতেই হইবে। এই শ্রেণীর যুগান্তরকারী সাহিত্যের মধ্যে কোর্‌আন সর্ব্ব-কনিষ্ঠ, কিন্তু জনসাধারণের উপর অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার বিষয়ে ইহা কোন মতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। ইহা মানবীয় চিন্তাধারায় প্রায় এক নূতন ভাব সৃষ্টি করিয়াছে এবং নূতন ধরণের চরিত্র গঠন করিয়াছে। ইহা আরব্য উপদ্বীপের মরুভূমিবাসী কতকগুলি পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীকে এক বীর জাতিতে পরিণত করিয়াছে। অনন্তর ইহা মুসলিম জগতের রাজনীতি ও ধর্ম্মবিজড়িত বিস্তীর্ণ সঙ্ঘসমূহ সংগঠনে সক্ষম হইয়াছে। বর্ত্তমান্ ইউরোপ ও প্রাচ্যদেশ সেই সঙ্ঘসমূহকে

---

the Arabs conquered a world greater than that of Alexander the Great, greater than that of Rome, and in as many tens of years as the latter had wanted hundreds to accomplish her conquests, by the aid of which they alone of the Shemites, came to Europe as kings, whither the Phoenicians had come as tradesmen, and the Jews as fugitives or captives, came to Europe to hold up together with these fugitives, the light to humanity—they alone, while darkness lay around, to raise up the wisdom and knowledge of Hellas from the dead, to teach philosophy, medicine, astronomy, and the golden art of song to the West as well as to the East, to stand at the cradle of modern science and to cause us late epigoni for ever to weep over the day when Granada fell. (Emmanuel Deutsch, *Quarterly Review*, 1869).

মহতী শক্তিসমূহের অন্যতম রূপে গণ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে।" (২)

বিশ্বাসী ভক্তের নিকট কোর্‌আন আল্লাহ্‌র শাশ্বত বাণী। ইহাতে মানবের ইহ-পরলোকের সমস্ত মঙ্গল নিহিত আছে। এইজন্য হাফিযগণ আদ্যোপান্ত সমস্ত কোর্‌আন কণ্ঠস্থ করেন। বিশ্বাসিগণ কেহ সাত দিনে, কেহ কেহ ত্রিশ দিনে সমস্ত গ্রন্থ নিয়মিতরূপে স্বাধ্যায় (তিলাওত) করেন। মহামান্য কোর্‌আনকে বুঝিবার জন্য বহু মনীষী আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনার ফলে কোর্‌আনের অসংখ্য ভাষ্য রচিত হইয়াছে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ কোর্‌আনের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ইহা অনুবাদ করিয়াছেন। এহেন পুস্তকের সহিত কাহার না পরিচিয় থাকা উচিত ?

কোর্‌আনের অর্থ সুগভীর। বাহ্যার্থ ব্যতীত ইহার গূঢ় অর্থ আছে। হযরত ইব্‌নে মস্‌'উদ (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)

---

(2) The Koran admittedly occupies an important position among the great religious of the world. Though the youngest of the epoch-making works, belonging to this class of literature, it yields to hardly any in the wonderful effect which it has produced on large masses of men. It has created an all but new phase of human thought and a fresh type of character. It first transformed a number of heterogeneous desert tribes of the Arabian peninsula into a nation of heroes, and then proceeded to create the vast politico-religious organisations of the Muhammedan world which are one of the great forces with which Europe and the East have to reckon to-day.

(.Prof. G. Margoliouth in his Introduction to Rodwell's English Translation of the Koran).

বলিয়াছেন "কোর্‌আন শরীফ সাত প্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক আয়াতের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অর্থ আছে এবং প্রত্যেক উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন উপায় আছে।" (৩) ইমাম বুসীরী বলেন, "সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তাহার বহু অর্থ, এক অন্যের সাহায্যকারী। তাহা সমুদ্রের রত্ন অপেক্ষা সৌন্দর্য্য ও মূল্যে উৎকৃষ্ট।" (৪) মৌলানা রূমী বলিতেছেন, "যদি তুমি তত্ত্ব অন্বেষণকারী হও, তবে পড়, 'নাহ্‌নু নাযযাল্‌না' (অর্থাৎ কোর্‌আন যাহা আল্লাহ্‌ কর্ত্তৃক অবতীর্ণ হইয়াছে)। যদি হৃদয়ের সংবাদ চাও, তবে পড় 'নাহ্‌নু নাযযালনা'। যদি বুদ্ধি হইতে লাভবান্‌ হইতে চাও কিংবা যদি প্রেমে আপ্যায়িত হইতে চাও, কিংবা যদি প্রিয়তমের দর্শনে ইচ্ছুক হও তবে পড় 'নাহ্‌নু নাযযালনা'। শান্তি বচন খোদা হইতে আসে, হে প্রেমিক! তোমার শান্তি নাই। যদি সাধুতা জানিতে চাও, তবে পড় 'নাহ্‌নু নাযযালনা।' (৫)

(৩) এই হদীস ও পরবর্ত্তী হদীসগুলি মিশ্‌কাতুল মসাবীহ হইতে গৃহীত।

(৪) لها معان كموج البحر في مدد
وفوق جوهره في الحسن والقيم

(৫) اگر جویای اسراری بخوانی نحن نزلنا
وگر از دل خبرداری بخوانی نحن نزلنا
اگر با عقل فیاضی وگر با عشق مرتضوی
وگر مشتاق دیداری بخوانی نحن نزلنا
سلامت از خدا آید سلامت نیست ای عاشق
بدانی گر زابراری بخوانی نحن نزلنا

কোর্‌আন শরীফের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে মূল পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইবে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে! তাহার জন্য চাই বিশ্বাসী ভক্তিপূর্ণ ঐকান্তিক মন। হকীম সনাঈ বলিতেছেন, "যদি কোর্‌আন হইতে কতকগুলি অক্ষর ভিন্ন তোমার ভাগ্যে আর কিছুই না ঘটে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই, কেননা অন্ধ চক্ষে সূর্য্য হইতে উত্তাপ ভিন্ন আর কিছু লাভ হয় না। মহামান্য কোর্‌আন নব বধূর ন্যায়। কেবল তখনই তিনি অবগুণ্ঠন মোচন করেন, যখন ঈমানরূপ রাজপুরীকে তিনি কোলাহল মুক্ত দেখেন।" (৬) হযরত আবূহুরায়রাহ্‌ (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন যে, "কোরআন পাঁচপ্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছে। (১) হালাল (বৈধ), (২) হারাম (নিষিদ্ধ), (৩) মহ্‌কাম (স্পষ্ট), (৪) মুতাশাবিহ (রূপক), (৫) মসাল (দৃষ্টান্ত)। তোমরা বৈধকে বৈধ জানিও, নিষিদ্ধকে নিষিদ্ধ জানিও, স্পষ্টকে কার্য্যে পরিণত করিও, রূপকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিও এবং দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ করিও।"

আমরা বর্ত্তমানে ধর্ম্মের অবনতির যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হযরত আলী (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন 'শীঘ্রই লোকদের উপর এমন এক সময় আসিবে যখন ইসলামের নাম ভিন্ন আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না ; কোর্‌আনের প্রথা ভিন্ন কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না ; মস্‌জিদ সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইবে, কিন্তু

---

(৬) عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشے
که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نا بینا
عروسے حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد
که دار الملک ایمان را مجرد بیند از غوغا

উপদেশ শূন্য থাকিবে ; তাহাদের বিদ্বানেরা আকাশের নীচে সর্ব্বাপেক্ষা অধম হইবে ; তাহাদের মধ্য হইতে অন্যায় প্রকাশিত হইবে এবং তাহাদের প্রতি তাহা প্রত্যাবৃত্ত হইবে।" এই অধর্ম্ম যুগে কোর্‌আন অনুসরণ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। যিয়াদ বিন লবীদ (রঃ) হযরতকে (দঃ) এক সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে বিলুপ্ত হইবে, যখন আমরা কোর্‌আন পড়িতেছি এবং আমাদের সন্তানগণকে পড়াইতেছি এবং তাহারাও তাহাদের সন্তানগণকে পড়াইতেছে, এইরূপে পৃথিবীর ধ্বংস সময় পর্য্যন্ত চলিবে ?" তাহাতে হযরত বলিয়াছিলেন, "এই ইহুদী ও খৃষ্টানগণ কি তওরাত ও ইঞ্জিল পড়ে না ? কিন্তু তাহারা কিছুই অভ্যাস করে না।" হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন যে "তোমাদের মধ্যে দুইটী বস্তু ছাড়িয়া যাইতেছি। যে পর্য্যন্ত তোমরা তাহা অবলম্বন করিয়া থাকিবে তোমরা পথভ্রান্ত হইবে না। তাহা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ এবং আমার পদ্ধতি (সুন্নত)।"

আশাকরি এই "কোরান-কণিকা" পাঠকপাঠিকাগণের মনে মূল গ্রন্থজ্ঞানের তৃষ্ণা জাগাইবে। সুন্দরের সুন্দর ছবি কি সুন্দরের প্রতি কাহাকেও অনুরাগী করিবে না ?

রমনা, ঢাকা।
৬।৩।৩১ ইং

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

সূচী

"এই সে কোরান,—যদি রাখিতাম পাহাড়ের পরে,
নিশ্চয় দেখিতে তুমি খোদারই যে ডরে
ধ'সে যেত অধোগতি 'ঐ সে পাষাণ' ;
টুটে যেত হ'য়ে খান খান।"

উদ্বোধন

সূরাহ্—ফাতেহাহ্

(মক্কায় অবতীর্ণ—৭ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'লার নামে।

যত গুণগান 'তোমারি, মহান্',
তুমি হে জগত-পাতা,
দয়াময়, কৃপা-দাতা।

ফাতেহাহ্—উন্মুক্তকরণ, ভাবার্থে উদ্বোধন ; অবতরণিকা। কোরানে এই সূরাহ্ প্রথম স্থান পাইয়াছে। এই সূরাহ্ দ্বারা 'নামায' (উপাসনা) আরম্ভ করা হয়। স্তুতিগান, কৃতজ্ঞতাস্বীকার এবং প্রার্থনা—এই তিনটি বিষয় এই সূরা'র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। ভাব ও ভাষার দিক দিয়া ইহা অতুলনীয়।

'তোমারি মহান্' স্থলে 'সকলি খোদার' অনুবাদ করিলে মূল আরবী শব্দের অর্থ বজায় থাকিত। কিন্তু কবিতার লালিত্য নষ্ট হয় ; তাই করি নাই।

বিচার দিনের তুমি অধিপতি,
তোমারেই মোরা করি গো প্রণতি,
যাচি হে তোমার সহায়, শকতি।

যে পথে চলিয়া পথিক সকল—
পেয়েছে তোমারি আশীষ-মঙ্গল ;
দেখাও সে পথ—সঠিক, সরল।

কুপিত হয়েছ যাদের কারণ,
বিপথে যাহারা করেছে গমন,
ওদের সে পথে নিও না কখন।

—আমীন

আমীন—তথাস্তু, তাহাই হোক অর্থে সুরা'র আবৃত্তির শেষে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

একত্ব

সূরাহ্—এখ্‌লাস্

(মক্কায় অবতীর্ণ—৪ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'লার নামে।

বল তুমি বল ওহে খোদা একজন—
নহে কারো মুখাপেক্ষী, খোদা সে এমন।
জন্মদাতা নহে কারো,
জন্মলাভ কারো হ'তে করে নি কখন।
তার সম নহে কোনো জন।

এই স্বরা'য় খোদাতা'লার স্বরূপ ও গুণাবলী সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইস্‌লামে খোদা একজন, খোদাতা'লা কাহারও পিতা নহে ; পুত্র ও নহে। খৃষ্টান ধর্ম্মের পিতারূপী-ঈশ্বর, পুত্ররূপী-ঈশ্বর ও পবিত্রাত্মা ঈশ্বর—এই ত্রিত্ববাদ এবং পৌত্তলিকতার অবতারবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ইসলামের একত্ববাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কথিত আছে এই স্বরাহ্ তিনবার আবৃত্তি করিলে সমগ্র কোরান পাঠের পুণ্য সঞ্চয় হয়।

স্তুতি

সূরাহ্‌—আল-ইমরান

(মদীনায় অবতীর্ণ—২৫ ও ২৬ আয়াত, ৩য় রুকূ')

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌ তা'লার নামে।

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء......

....بغير حساب

বল তুমি "ওহে খোদা রাজ্য-অধিপতি,
ইচ্ছা তব হয় যার প্রতি
তারে তুমি রাজ্য তব ক'র বিতরণ
যার হ'তে ইচ্ছা কর, নিয়ে যাও রাজ্যপাট
'হে মহা রাজন্‌'।
যারে ইচ্ছা করেছ উন্নত,
যারে ইচ্ছা কর অবনত ;
হস্তে তব রহিয়াছে যা' কিছু কল্যাণ,
সকলের পরে তুমি মহাশক্তিমান্‌।
রজনীর মাঝে তুমি দিবসে যে করেছ বিলীন,
দিবসের মাঝে নিশা মিলাইয়া দাও প্রতিদিন।

কোরান-কণিকা

মৃতজন হ'তে তুমি এনে দাও জীবন প্রাণীর,
জীবিতের মধ্য হ'তে মৃত জনে করেছ বাহির
যারে ইচ্ছা দাও তুমি জীবিকা আবার,
নাহি কিছু হিসাব যে তার!

মৃতজন............করেছ বাহির.........যেমন ডিম্ব হইতে পক্ষীর জন্ম, পক্ষী হইতে ডিম্বের উৎপত্তি। মৌঃ মোহাম্মদ 'আলীর মতে মৃত জাতি হইতে জীবিত জাতির জন্মলাভ এবং জীবিত জাতিকে মৃত জাতিতে পরিণত করা।
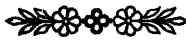
বিভুনাম

সুরাহ্—আল্‌হাশর,

(মদীনায় অবতীর্ণ—২১-২৪ আয়াত, ৩য় রুকূ')

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'লার নামে।

لو أنزلنا هذا القران على جبل ....

.... وهو العزيز الحكيم

এই সে কোরান—যদি রাখিতাম পাহাড়ের পরে
নিশ্চয় দেখিতে তুমি খোদারই যে ডরে
ধসে যেত অধোগতি 'ঐ সে পাষাণ',
টুটে যেত হয়ে খান খান।
বুঝিবারে পারে যেন সকলি মানব
তাই আমি উপমা যে দিতেছি এ সব।

খোদা ভিন্ন উপাস্য যে নাহি কোনো জন,
প্রকাশ্য অথবা যাহা আছে রে গোপন—
জানে সব জানে প্রভু,—'সর্ব্বজ্ঞানময়',
কৃপাদাতা অতি সদাশয়।
খোদা ভিন্ন আরাধ্য যে নাহি কেহ আর
রাজা তিনি, পুণ্যের আধার,

শান্তিকর্ত্তা, স্বস্তিদাতা, রক্ষক সবার,
শক্তিমান্, সর্ব্বেসর্ব্বা, সব কিছু মহত্ত্ব যে তাঁর
হোক তবে উচ্চে অতি খোদার সম্মান,—
'পুতুলের' সাথে ওরা দিল যাঁর স্থান!
সৃষ্টিকর্ত্তা খোদা তিনি গঠনকারক;
সুবিন্যাসকারী ও গো 'বিশ্ব-বিরচক',
সর্ব্বোত্তম নাম যত সকলি তাঁহার।
যাহা কিছু আছে স্বর্গে ধরণী মাঝার
সকলেই ঘোষিতেছে তাঁরি জয়গান,
শক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞানবান্।

ইহাতে পবিত্র কোরানের মহত্ত্ব ও বিভিন্ন নামে খোদাতা'লার গুণাবলী বিবৃত করা হইয়াছে। খোদাতা'লা বলিতেছেন, কোরানের কথায় পাষাণও টুটিয়া যায়, পাহাড় বিধ্বস্ত হইয়া যায়; কিন্তু বিধর্ম্মীর কঠিন হৃদয় বিগলিত হয় না।

সিংহাসন

আয়াতুল কুর্সী

সূরাহ—বকর

(মক্কায় অবতীর্ণ—৩৪ রুকূ', ২৫৫-২৫৭ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ তা'লার নামে।

খোদা ভিন্ন আরাধ্য যে নাহি কেহ আর,
চিরকাল বাঁচে খোদা, অন্ত নাহি তাঁর।
তন্দ্রা কিম্বা নিদ্রা তাঁরে করে না বিহ্বল,
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আছে যাহা তাঁহারি সকল।
কে আছে এমন তাঁর বিনা অনুমতি
সুপারিশ করে কিছু 'তাঁর কাছে', করে গো মিনতি ?
সম্মুখে পশ্চাতে ওগো যা' আছে তাদের
পরিজ্ঞাত সব তিনি—'ভাবী অতীতের'।
জানাইতে ইচ্ছা যাহা সে বিষয় ছাড়া
খোদার জ্ঞানের কিছু বুঝিবে না ওরা,
স্বর্গ মর্ত্ত্যে জুড়ে আছে তাঁর সিংহাসন,
তবু তার রক্ষা হেতু বিব্রত সে নহে কদাচন ;
সকলের পরে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন।

কোরান-কণিকা

ধর্ম্মে বল কর না'ক কর না প্রয়োগ ;
ভ্রান্তি হ'তে সত্য পথ বিভিন্ন যে
নাহি কোন যোগ।
না মেনে প্রতিমা ওগো খোদা প্রতি
আস্থা যে বা করিল স্থাপন।
ধরিল হাতল ও সে সুদৃঢ় এমন
ভাঙ্গিবে না জানিও কখন ;
সর্ব্বজ্ঞানী খোদা সবি করিছে শ্রবণ।
প্রভুত্ব করিবে খোদা বিশ্বাসী জনের,
অন্ধকার হ'তে তারে নিয়ে যাবে
পথে আলোকের।
যে করিল অবিশ্বাস
প্রতিমাই প্রভু যে গো তার,
আলো হ'তে নিবে তারে যেথা অন্ধকার ;
অনলের অধিবাসী হবে ওরা হায় !
চিরদিন বসবাস করিবে সেথায় !

বর্ণিত প্রথম আয়াতটী 'আয়াতুল কুর্সী' নামে সুপরিচিত। খোদা তা'লা চিরঞ্জীব, সদাজাগ্রত, সর্ব্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত, সর্ব্বব্যাপী এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে বল প্রয়োগ নাই, উল্লিখিত আয়াত সমূহ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যাহারা বলিয়া থাকে যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এক হস্তে কোরান এবং অন্য হস্তে তরবারি লইয়া ধর্ম্ম প্রচারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বর্ণিত আয়াতে তাহাদের ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে।

করুণা-নিধান

সূরাহ্—আর্-রহ্মান।

(মক্কায় অবতীর্ণ—৭৪ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ তা'লার নামে।

(১ম রুকু)

সে যে রহমান,
শিখাল কোরান,
সৃজিল মানুষ—
'সুচারু বয়ান';
শিখাল কহিতে
মধুর জবান;

আল্লাহ্ তা'লার অন্যতম নাম রহ্মান অর্থাৎ করুণাময়। এই নামেই সূরা'র নামকরণ করা হইয়াছে। এই সূরা'য় তিনটি রুকু' বা অধ্যায় আছে; প্রথম অধ্যায়ে খোদার সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও দানসমূহ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাতকীর পরিণাম; তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্বাসীর পুরস্কারলাভের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। খাঁটি কবিতা না হইলেও কবিতার অনুরূপ শ্রুত হইয়া থাকে, এরূপ কবিত্বময় সূরাহ্ সমগ্র কোরাণে আর দৃষ্ট হয় না। ইহার আবৃত্তি বড়ই শ্রুতিমধুর ও সুললিত।

রবি-শশি চলে
তা'রি ইশারায় ;
তরু-লতা রত
তাহারি পূজায়।
উপরে তুলিয়া
রাখিল বিমান,
দাঁড়ি-পাল্লা গড়ি
দিল যে বিধান।
ওজনের বেলা
করিও না হেলা,
মাপকাঠি তব
রাখিও সমান।

"ফাবে আইয়ে-আলাএ রব্বেকুমা তোকাজ্জেবান" অর্থাৎ 'কোনটীরে তুমি মিথ্যা জানিবে বিশ্বপতির-দান ?' এই আয়াতটী ৩০ বার উচ্চারিত হইয়া আবৃত্তির গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি কে সৃষ্টি করিয়াছে ;—আদিকাল হইতে মানুষের মনে এই প্রশ্নোদয় হইয়াছে ; কোরান জলদ্-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছে,— খোদাতা'লা সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা কোনটীকে অবিশ্বাস করিবে ?

ঝুল রাঁখি ঠিক
মাপিও সঠিক,
দিও না'ক কমি
তিল পরিমাণ।

জীবের লাগিয়া
সৃজিল ধরণী,
ফল দিল, খোর্মা
খোসা আবরণী ;

দিল শস্য কণা
তুষের ভিতরে।
দিল সে সুবাস
'কুসুম নিকরে।'

কর তবে অবধান,—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

মাটীর তৈয়ারী
আধার যেমন।
মাটী হ'তে নর
করিল সৃজন;
বহ্নি-শিখায়
জ্বিনের জনন,
কর তবে অবধান,—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান?
পশ্‌চিমে, পূবে—
দিকে দিকে ভবে +
হের প্রভু তব
পালিতেছে সবে।
কর তবে অবধান,—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান?

\+ রাব্বুল মাগ্‌রেবাইন ওয়া রাব্বুল মাশ্‌রেকাইন" অর্থাৎ দুই পশ্চিম এবং দুই পূর্ব্বের অধিপতি। শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্য বিভিন্ন স্থানে উদয় হয় ও অস্ত যায়। অস্ত যাইবার দুই স্থান এবং উদয় হইবার দুই স্থানকে দুই পশ্চিম ও দুই পূর্ব্ব বলা হইয়াছে।

দুইটা সাগর *
বয়ে যায় তা'রা,
মিশিতে চাহিছে
হয়ে একধারা ;
মাঝ খানে বাঁধ
পারে না টুটিতে,
লোণা মিঠে জল
পারেনা মিশিতে।

কর তবে অবধান,—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?
লাল মোতি থাকে
সাগরের মাঝ,
ছোট বড় কত
করিছে বিরাজ ;

* নদী ও সাগরের সঙ্গমস্থলকে বলা হইয়াছে ; কোন কোন ভাষ্যকারের মতে আরব সাগর ও পারস্য উপসাগর।

কর তবে অবধান,—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

হের জল-পোত
সকলি তাঁহার,
সাগরে ভাসিছে
যেন গো পাহাড়।

কর তবে অবধান,—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

(২য় রুকূ’)

যা’ আছে ধরায়
সব হবে লয়,
চির-গরীয়ান্
প্রভু সে মহান্
জেগে রবে শুধু;
—অনন্ত অক্ষয়।

কর তবে অবধান,—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

গগনে, ভুবনে
যে যথায় আছে,
যাচিছে মাগিছে
সবি তার কাছে,
চিরদিন রবে
মহিমার মাঝে।

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?
ওরে দুই দল, *
অচিরে সবার।
পুণ্য পাপের
করিব বিচার।
'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?
জ্বিন্ ও মানব,
নিয়ে দল বল,
যেতে পার যাও
ছাড়িয়া সকল ;

* বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দল

আমার শকতি,
বিনা হুকুমেতে
কোথা যাবি তোরা ?
—পারিবি না যেতে।

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

আগুনের শিখা
ধূম ধূমাকার,
পাঠাব যে দিন
ঘেরি চারিধার,
বাঁচিতে উপায়
নাহি যে তোমার।

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

বিদারি আকাশ
হবে পয়মাল,
গুলাবের মত *
রক্তিম লাল।

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

কেহ না সুধাবে
সেখানে সে দিন,
কি করেছে পাপ
নর-নারী জ্বিন।

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

• •

* কোন কোন তফসীর-কারকের মতে রক্তবর্ণ চর্ম্মের ন্যায়।

পাপী তার গা'য়
পড়িবে যে ছাপ,
চিনিবে সকলে
কি করেছে পাপ ;

কারো পা'য় ধরি,
কারো কেশ-পাশ ;
ফেলে দিবে টানি
নরক নিবাস।

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

এই সে নরক—
হের এই খানে,
পাতকী যে তারা
ঝুট বলে জানে,

তপ্ত আগুন—
সলিলে যে ঘেরা ;
তার মাঝে ঘু'রে
চলিবে যে এরা ।

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টারে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

(৩য় রুকু)

প্রভুর সম্মুখে
দাঁড়াতে যে জন
কাঁপিল সভয়ে,
তাদের কারণ
বিরাজে সেথায়
দুইটী কানন !*
'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?
নানা উপাদানে
শত রূপে কত
শোভিছে আবার
সেখানে নিয়ত ;
'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

* স্বর্গোদ্যান—

দুইটী কাননে
দুইটী ফোয়ারা
ঝরে অবিরত
'—নির্ঝরের ধারা'।

'কর তবে অবধান',
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

যত ফল মেওয়া
সৃষ্টির মাঝে,
দু'টী দু'টী সব
সেখানে বিরাজে ;

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

(আছে) রেশমী বনাতে
রচিত শয়ন—
শু'য়েও সেখানে
যখনি তখন
পারিবে সে ফল
করিতে চয়ন।
'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?
আঁখিরে যাহারা
করেছে শাসন,
জ্বিন ও মানুষ
ছোঁয় নি কখন,
সেখানে রূপসী*
রহিবে এমন।

* বেহেস্তে হুর অর্থাৎ ষোড়শী রূপসী থাকা সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক ভাষ্যকারগণের মতে স্বর্গে কামজ কিছুই থাকিতে পারে না ; কোরানে রমণীরূপের বর্ণনা রূপক-অর্থ পরিজ্ঞাপক ; হুর অর্থে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবে।

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

শোভে যেন ওরা
লাল মোতি-হার
'কি বলিব আর' !

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

কল্যাণকর
কর্ম্মের ফল,
কল্যাণ বিনে
হবে কিবা বল।

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

আছে সেথা আরও
দুইটী কানন *
'স্বরগ ভবন'।

'কর তবে অবধান'—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

কৃষ্ণ-হরিৎ *
বরণ তাহার,
এমনি বাহার।

'কর তবে অবধান'—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

* প্রথমে যে দুইটী কাননের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা তরু-রাজি পরিপূর্ণ ফলের বাগান, এস্থলে যে কাননের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা গাঢ় সবুজবর্ণ, সম্ভবতঃ শাক সবজী জাতীয় গাছ গাছড়ায় পরিপূর্ণ। কৃষ্ণ হরিৎ-গাঢ় সবুজ বর্ণ।

(আছে) দুইটী নির্ঝর—
বহে ঝর ঝর।
'কর তবে অবধান'—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

(আছে) ডালিম আনার
নানা ফল ভার,
'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

(আছে) যাহা কিছু ভালো
রূপে গুণে আলো,
'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টীরে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

শাবর ভবনে
রূপসী ললনা,—
কালো আঁখি মরি
আছে সুনয়না।

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টারে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

মানুষের হাত
লাগে নি কখন,—
জ্বিনও তাদেরে
করে নি পীড়ন ;—

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টারে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

শুয়ে আছে ওরা
সুখের স্বপনে,
গালিচা সবুজ
গদির আসনে।

'কর তবে অবধান',—
কোন্‌টারে তুমি
মিথ্যা জানিবে
বিশ্বপতির দান ?

হোক তাঁর নাম
মঙ্গলময়.
যশে গরীয়ান্,
প্রভু সে মহান্,
মানের মালিক,
'গাহ তাঁর জয়'।

আলো

সুরাহ্-নূর, মদীনায় অবতীর্ণ

(৫ম ও ৬ষ্ঠ রুকূ, ৩৫—৪৪ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'লার নামে।

* الله نور السموت والارض ...... لعبرة لاولى الابصار

স্বর্গ ধরার আলো খোদা, এম্‌নি যে তাঁর আলো
দেয়াল-তাকের মধ্যে যেন জ্বল্‌ছে দীপ জাঁকালো'।
কাচ ঘেরা সে প্রদীপ যেমন, কাচটী উজল তারা,
জয়তুনেরি তেল দিয়ে সে জ্বল্‌ছে এমন ধারা,—

খোদাতা'লা জ্যোতির্ম্ময়; তাঁর জ্যোতির তুলনা হয় না। বর্ণিত আয়াত সমূহে বিভিন্ন উপমার সাহায্যে উক্ত আলোকের কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। খোদাতা'লার জ্যোতিঃ প্রাচীর গাত্রে তাক মধ্যে সংরক্ষিত কাচের আবরণে আবৃত এবং উৎকৃষ্ট জয়তুন তৈলে প্রজ্বলিত প্রদীপ্ শিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল। কাচটী উজল তারা........প্রদীপের আলো এতই উজ্জ্বল যে তার বহিরাবরণের কাচও নক্ষত্রলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন রূপক অর্থে আয়াতগুলির ভাবোদ্ধার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন; কেহ কেহ খোদার আলো অর্থে কোরানের জ্ঞান সম্পদ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন; আবার কেহ কেহ মানব-অন্তকরণ নিহিত স্বর্গীয় আলোকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

পূব দেশেরি নয় সে তরু, নয় সে পশ্চিমের ও,
নাও যদি-বা স্পর্শে আগুন সে তেল সে গাছের ও
আপ্না হতে জ্বল্ছে ওগো জ্বল্ছে অবিরত।
আলোর পরে আলোর মেলা, এম্নি আবার কত !
ইচ্ছা যারে চালায় খোদা তাঁর সে আলোর পানে,
লোকের কাছে বল্ছে খোদা উদাহরণ দানে ;
খোদা যে সব জানে।

স্মরণ করে সবাই যেন সেথায় তাঁহার নাম,
তাই ত উঁচু রাখলে খোদা এ সব গৃহ ধাম।
এই খানে যে গাইবে তুমি এই সে গেহের মাঝে
তাঁর সকলি গুণ-বাখানি নিত্য সকাল সাঁঝে।
বিকি কেনার মাঝ খানে আর পণ্য আদি নিয়ে
নামটী খোদার লইতে যারা যায় নিক ভুলিয়ে,
উপাসনায় কায়েম রাখি দিতে আরও ভিক—
এ সব কাজে মনটী যাদের্ হইল না বেঠিক,
তারাই ওগো ভয় করে যে সেই দিবসের তরে
সকল আঁখি সকল হিয়া ব্যস্ত যে দিন ওরে।

গৃহধাম······মস্জিদকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। সেই দিবসের ···কেয়ামত দিবসের।

সু-কাজ যাহা কর্‌ল ওরা আপ্‌নি খোদা তার
দিবেন ফিরে সকল জনে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার,
দিবেন বলি ওদের সবে অনেক কিছু আরও
ইচ্ছা যারে দিবেন খোদা নাই যে হিসাব তারও।
অবিশ্বাসই কর্‌ল যারা তাদের যত কাজ
মরীচিকার মতই হবে মরুভূমির মাঝ।
জল বলে যে কর্‌বে মনে পান-পিয়াসী জন,
শূন্য ফাঁকি দেখ্‌বে কাছে আস্‌বে সে যখন,
সেথায় ওরা পাবে খোদায়—খোদার পরিচয়,
হিসাব করে দিবেন খোদা পাওনা যাহা হয়।
হিসাব করার বেলা খোদা
জল্‌দি অতিশয়।
অতল মহা সাগর মাঝে যেমন সে আঁধার,
ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের দোলা, আঁধার পারাবার।

বিশ্বাসীর আলোক লাভ এবং অবিশ্বাসীর অন্ধকারে বিচরণ করা সম্বন্ধে কোরানের উল্লিখিত আয়াতগুলি ভাব, ভাষা উপমার দিক দিয়া অতুলনীয়। বিশ্বাসীর পুরস্কার খোদাতা'লার আলোক সদর্শন এবং অবিশ্বাসীর পরিণাম আঁধার পাথারে নিমজ্জন উল্লিখিত আয়াতগুলি দ্বারা ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

নিবিড় করা মেঘের ঘটা ছাওয়া যে তার পরে,
আঁধার সেথা আঁধার এমন জমাট থরে থরে !
সেই খানে সে হাতটী যখন কর্‌বে প্রসারণ ;
দেখ্‌বে না সে দেখ্‌বে কিছু আঁধার যে এমন।
আপনি খোদা সেথায় যাকে দিলে না তাঁর আলো
আলোর দেখা পাবে না সে, 'দেখ্‌বে স্থধু কালো'।

গগন ভূমে সবাই যাঁহার গাইছে গুণ গান,
খোদা সে জন, দেখ্‌ছ নাকি কর্‌ছ প্রনিধান ?
বিহগ সেও পাখ্‌না মেলি যার মহিমা গায়,
কিবা স্তুতি কর্‌ছে ওরা জানে সকল তায়।
জানে আরও যশ ঘোষণা কর্‌ল 'কিবা গানে',
কাজটী ওরা কর্‌ল যাহা জানে সে সব জানে।

খোদার সবই রাজ্য যত স্বর্গ ধরায় আছে,
যেতে হবে সকল শেষে খোদারই যে কাছে।
দেখ্‌ছ নাকি মেঘগুলিরে চালায় খোদা ধীরে
মিলায় ওগো সকল নিয়ে এক সাথে যে ফিরে।
তার পরে ফের স্তুপের মত সাজায় থরে থরে,
দেখ্‌ছ নাকি মেঘ হতে যে বাদল ধারা ঝরে।

পাঠায় আবার মেঘ সকলি গিরি রাজির মত,
শিলা রাশি সেথায় ওগো রইল যে রে কত।
যারে ইচ্ছা বিক্ষত সে কর্‌ছে শিলার ঘায়ে,
যার হতে সে ইচ্ছা করে নিচ্ছে যে সরায়ে।
বিজলী ধারা এম্‌নি আবার—ওর সে চমক ভরে
চোখের আলো সবার যেন নিচ্ছে হরণ করে।
রাত্রি দিবা কর্‌ছে খোদা, কর্‌ছে আবর্ত্তন,
দৃষ্টি আছে যাদের তারা করুক দরশন,
আছে সেথায় আছে কত শিক্ষা 'নিদর্শন'।

পূর্ব্বাহ্ন

সূরাহ্-অদ্দোহা

(মক্কায় অবতীর্ণ—১১ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'লার নামে।

দিবসের ঐ প্রথম প্রহর শপথ জানিও তার,
নিশারও শপথ যখন উহারে ঢাকিছে অন্ধকার,
প্রভু যে তোমার করে নি তোমায় করে নিক বর্জ্জন,
তোমার উপরে রুষ্ট বিরাগ হয় নিক 'কদাচন'।

কোন কারণে কিছু দিনের জন্য হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কাছে প্রত্যাদেশ আসা স্থগিত থাকিলে বিধর্ম্মীরা বলিতে থাকে যে মোহাম্মদকে (দঃ) তাঁহার খোদা পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ এই স্বরাহ্ অবতীর্ণ হয়। দোহা—প্রাতঃকালে ৮ টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত সময়।

অতীতের চেয়ে ভাবীকাল তব হবে হবে সুখময় ;
অচিরে প্রভুর পাবে দান, রবে তুষ্ট যে অতিশয়।
পায় নি কি তোমা মাতাপিতা হীন, আশ্রয় দিল শেষে ;
পথ খুজে সারা হেরিয়া তোমায় সু-পথ দেখাল 'এসে।'
অভাবের মাঝে পে'য়ে সে অভাব করিলেন যে পূরণ ;
মাতাপিতা হীনে কর না'ক কভু কর না'ক নিপীড়ন ;
ভিখারী, কাঙ্গাল দেখে তারে ওগো কর না তিরস্কার ;
সকল দানের বাখানি প্রভুর গাও হে মহিমা তাঁর।

অতীতের চেয়ে ভাবীকাল—কাহারও কাহার মতে ইহকাল হইতে পরকাল।

পথ খুজে সারা—অনেকে 'দাল' শব্দের অর্থ ভ্রান্ত, বিপথগামী বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় উক্তরূপ বিকৃত অর্থ দ্বারা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নিষ্পাপ নহে, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু 'দাল' শব্দের প্রকৃত অর্থ—সত্যের অন্বেষণে বিব্রত, পথ খুজে সারা ; ভ্রান্ত বিপদগামী নহে।

উন্মোচন

সূরাহ্-আল্-ইন্‌শারাহ্

(মক্কায় অবতীর্ণ—৮ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'লার নামে।

বক্ষ তোমারি করি নি আমি কি
করি নি উন্মোচন ?
যেই গুরু ভার পৃষ্ঠ তোমার
করেছিল নিপীড়ন ;

ইন্‌শারাহ্—প্রসারিত করা বা উন্মোচন করা, এই সূরায় হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে,—চিরকালই তাঁহার দুঃখ থাকিবে না, নিশ্চয়ই কষ্টের পরে সুখ আসিবে।

বক্ষ উন্মোচন করা-অর্থাৎ বক্ষকে প্রশস্ত করা, ভাবার্থে তত্ত্ব-জ্ঞান সম্পদের অধিকারী করা, অন্তশ্চক্ষুকে উন্মীলিত করা। কথিত আছে বাল্যকালে খোদাত'লা হজরতের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া হৃদয়ের কলুষতাকে বেহেস্তের পবিত্র জল দ্বারা ধৌত করিয়াছিলেন। বর্ণিত আয়াতে উক্ত বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। গুরুভার—মানবের পরিত্রাণ বিষয়ের দুশ্চিন্তা সমুহ।

তোমারি সে বোঝা করি নি আমি কি
করি নি উত্তোলন ?
সবার উপরে দেই নি আমি কি
গরবের সে আসন ?
কষ্টের পরে সুখ আছে ওগো,
জানিও সুনিশ্চয় ।
দুঃখের পরে আসিবে যে সুখ
নাহি কোন সংশয় ।
অবসর যবে হবে গো তোমার, *
কর তপ অনুখণ, *
প্রভুরে তোমার করে নাও ওহে
চরম সাধনা ধন ।

* অবসর—দুশ্চিন্তার অবসান হওয়া

* তপ করা—পতিত মানুষের উদ্ধারের চেষ্টায় কঠোর পরিশ্রম করা

রাতের অতিথি

সূরাহ্-আত্তারেক

(মক্কায় অবতীর্ণ—১৭ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'লার নামে।

শপথ জানিও নভ 'নীলিমার',
এল যে নিশায় শপথ তাঁহার।
কেমনে জানিবে কেবা সেই জন ?
নিশার আঁধারে আসিল্ এমন,
সে যে গো তারকা উজল কিরণ
ঝলসে নয়ন !

তারেক—নিশার আগমনকারী,—হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। আরব দেশ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 'সেই নিশার আঁধারে' উজ্জ্বল তারকার মত জ্ঞানের আলোক লইয়া আসিয়াছিলেন। হজরতের একনাম 'নাজ্‌মোছ্‌ছাকেব' অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র।

ধরায় এমন নাহি কোন প্রাণ,
যার পরে কেহ নাহি নেগাবান। *
ভেবে যে দেখুক মানুষ এখন,
কি দিয়ে তাহারে করিনু সৃজন;—
পৃষ্ঠ ও বুকের অস্থি বহিয়া,
জলময় বিন্দু আসে যা নামিয়া,
তাই দিয়ে তারে নিয়েছি গড়িয়া;
'দেখুক ভাবিয়া।'
মানুষে জীবন দিতে পুনরায়
পারিবেন প্রভু, জান সুনিশ্চয়।
যে দিন ধরায় যা আছে গোপন,
হবে রে প্রকাশ সবার সদন,
রবে না সে দিন শকতি সহায়;
'বলি যে তোমায়।'
যেই মেঘ হ'তে হয় বরিষণ,
মাটী ভেদ করা এই যে ভুবন *

* নেগাবান—রক্ষী—

* মাটী ভেদ করা—মাটী ভেদ করিয়া যে ধরণীর বুকে বৃক্ষরাজি উৎপন্ন হয় সেই ধরণীর শপথ।

শপথ ওদের জানিও নিশ্চয়।
এ কথা সঠিক, পরিহাস নয়।
ওরা যে করিছে দুরভি-সন্ধি,
আমিও আঁটিব যতেক ফন্দি।
অবিশ্বাসী দল থাক নিরালায়,
অবসর এবে দাও গো সবায়।

সুরাহ্-ইয়াছীন

(মক্কায় অবতীর্ণ—৮৩ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'লার নামে।

(১ম রুকু)

ওগো এন্ছান,
এই সে কোরান—
জ্ঞানের আধার
শপথ তাহার।
প্রেরিত পুরুষ,
যত নবী গণ
তাঁহাদের মাঝে
তুমি একজন,

يس এই দুইটী অক্ষর দ্বারা প্রকৃত পক্ষে যে কি বুঝা যাইতেছে, তাহা কেহই অবগত নহে। পবিত্র কোরানে এইরূপ সংক্ষিপ্ত অর্থ পরিজ্ঞাপক অন্যান্য অক্ষর ও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা ; আলিফ-লাম-মীম। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে يس এই অক্ষর দুটীর সমন্বয়ে يا انسان অর্থাৎ ওহে মানব, ওহে মহা-মানব এইরূপ অর্থ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মহামানব অর্থে হজরত মোহাম্মদকে বুঝা যাইতেছে। এই সুরাকে কোরানের হৃদয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

সত্য পথের
তুমি হে পথিক
'জামিও সঠিক'।

করুণা নিধান—
মহা বলীয়ান্
এ যে তাঁর বাণী
'কর প্রণিধান'।

যাহাদের পিতা,
পিতামহগণ
সাবধান ওগো
হয় নি কখন,
ওদেরে 'এ সব
মানুষের দলে'
সাবধান তুমি
করিবে সকলে।

অনেকের প্রতি
শাস্তি প্রদান
হ'ল যে বিধান।

আনিবে না ওরা
কখনো ঈমান।
গলেতে শিকল *
দিয়েছি জুড়িয়া,
চিবুক অবধি
পরশিল গিয়া ;
মাথাটী রেখেছি
উপরে তুলিয়া।
সম্মুখে তাদের
রাখিয়াছি বেড়া,
পিছনেও বাঁধ
রহিয়াছে ঘেরা ;
রেখেছি ওদের
ঘেরি আবরণ,
করিতে না পারে
যেন বিলোকন।

গলেতে শিকল দিয়াছি.........অবিশ্বাসী গণের শাস্তির কথা বর্ণনা করা যাইতেছে।

কর আর নাহি
কর সাবধান,
ফলটী যে তার
একই সমান ;
আনিবে না ওরা
কখনো ঈমান।

তারে তুমি স্থধু
কর হুশিয়ার,
যে জন বারণ
মানিল তোমার ;
চোখে না দেখিয়া
সদা সদাশয়

খোদারে যে জন
করিয়াছে ভয়,
শুনাও তাহারে
ক্ষমার বারতা ;
সম্মান কর
সে দানের কথা।

নিশ্চয় জানিও
মরেছে যে জন,
দিব তারে পুনঃ
দিব হে জীবন।
লিখিয়া রাখিব,
'দুনিয়ার মাঝ'
করিয়াছে ওরা
যত সব কাজ।
পাঠায়ে দিয়েছি
যাহা কিছু আগে,
রেখে গেল যাহা
চরণের দাগে, *
লিখিয়া রেখেছি
সকলি ত হায়!
স্পষ্ট লিখিত
আমল নামায়। *

পাঠায়ে দিয়েছি.........চরণের দাগে—তাহারা যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছে এবং যে সকল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে।

* আমল নামায় মানুষের পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে।

(২য় রুকু)

নগরের সেই *
জন সম্প্রদায়,
নবীগণ ওগো
আসিল যেথায়,
সে কাহিনী আমি
বলেছি সবায়।
প্রেরণ করিনু
দু'জনে যে'বার,
দু'জনেরে ওরা
করে অস্বীকার।
বাড়াইনু বল
তাদের তখন,
পাঠাইয়া দিনু
আর একজন।

* নগরের সেই.........যিশুখৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারার্থে এন্টিঅক শহরে প্রথমতঃ তাঁহার দু'জন অনুচরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহাদের সাহায্য কল্পে সাইমন পিটারকে তথায় প্রেরণ করা হয়।

বলিল তাহারা,
বলিল 'সে' বার,
"এসেছি যে মোরা
নিয়ে সমাচার।"
বলিল যে ওরা,
"মানুষ তোমরা
আমাদের মত,
বলিছ মোদেরে
মিছা কথা যত,
মোদের লাগিয়া
খোদা দয়াময়
পাঠায় নি কোনো
নিদেশ নিচয়।"
বলিল তাহারা,
"জানে প্রভু জানে
মোরা যে প্রেরিত
তোদের এখানে।

মোদের এ কাজ
করিব প্রচার
স্পষ্টতঃ মোরা
বাণী যে তাঁহার।”
বলিল তাহারা
“এ কি অমঙ্গল *
আসিতে তোমরা
হেরি এ সকল,
এখনও যদি রে
না হও বিরত,
প্রস্তর আঘাতে
করিব যে ক্ষত ;
মোদের নিকটে
পাইবে এমন,—
যাতনা দায়ক
কঠোর পীড়ন।”

* একি অমঙ্গল............ভ্রান্ত, কুপথগামী লোকের শিক্ষার নিমিত্ত কোন মহাপুরুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ, মহামারী জলপ্লাবন ইত্যাদি দৈব দুর্ঘটনা সকল সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। ঐ সকল দুর্ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

বলিল তাহারা,
"অমঙ্গল যত
তোদের সাথেতে
রয়েছে নিয়ত ;
সাবধান বাণী
শুনেও এখন
ভ্রান্তির মাঝে
রহিবি মগন ?
করেছিস্ তোরা
বিপথে গমন।"
নগরের ঐ সেই
দূর সীমা হ'তে
ধেয়ে একজন *
এল যে 'সে পথে',
বলিল সে, "ওগো
নাগরিক দল,
প্রেরিত জনের
কথা মেনে চল।

* ধেয়ে একজন............হাবিব নাজ্জারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

মেনে চল তাঁরে,
কাছেতে তোমার
চাহে নি যে জন
কোনো পুরস্কার।”
চলিল ইহারা
সঠিক সুপথে
'হের এ জগতে'।
যে জন আমায়
দিয়েছে জীবন,
পুনঃ যাঁর কাছে
করিব গমন,
পূজিব না তাঁরে
বল কি কারণ?
তাঁর সাথে আনি
দেবতা সকলে
এক সাথে আমি
মিলাব কি ব'লে?

হাবিব নাজ্জার নামক এক ব্যক্তি যিশু খৃষ্টের (হজরত ঈছা আঃ) অনুচরগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাহাকে নানারূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

রহ্‌মান মোর
ক্ষতি করিবার
করে যদি মন,
কেহ নাহি আর,
সুপারিশে ফল
কিছু না ফলিবে,
ওরা যে আমায় *
তরিতে নারিবে।
তাই যদি করি,
রহিব যে প'ড়ে
স্পষ্টতঃ আমি
ভুলেরিই ভিতরে।
নিশ্চয়ই তব
প্রভুর উপর
এনেছি ঈমান
শুন অতঃপর।" †

* ওরা যে.........অন্য দেবতা সকল।

† ইহার পরে হাবিব নাজ্জারকে প্রস্তর আঘাতে নিহত করা হয় এবং মৃত্যুর পরে তাঁহার স্বর্গলাভ হয়।

এর পরে বলা
হ'ল তার কাছে,
"পশ গিয়া তুমি
স্বরগের মাঝে।"
সে বলিল, "আহা!
যদি রে জানিত,
দেশবাসী মোর
'যদি রে বুঝিত'—
ক্ষমা করি মোরে
প্রভু কি কারণ
বরণীয় সনে
দিল যে আসন।"
ওদের নিকটে
লোকান্তরে তার,
পাঠাইনি আর
আকাশ হ'তে যে
সেনাদল কোনো; ॱ
এরূপ প্রেরণ
করি না কখনো।

চীৎকার ধ্বনি *
শুধু একবার,
তাই শুনে সব
হ'ল যে সাবাড়।

পরিতাপ মোর
সেবকের তরে,
কি বলিব ওরে,
প্রেরিত পুরুষ
নাহি কোনো জন
পরিহাস যারে
করে নি এমন।

† অবিশ্বাসী দলকে দমন করিবার জন্য আকাশ হইতে কোনো সেনাদল প্রেরণ করা হয় না।

* চীৎকার ধ্বনি...........হল যে সাবাড়—জেব্রাইলের কণ্ঠ নিনাদে এন্টিওকবাসী অবিশ্বাসী দলকে ধ্বংস করা হয়, এস্থলে তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

সেবকের...........মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

দেখে নাকি ওরা
মনে নাহি জাগে,
কত সব জাতি
ইহাদের আগে
করেছি বিলয় ;
এই সে কারণে
আসিল না ফিরে *
এদের সদনে।

আমার সমুখে
মরণের পর
আনিব সকলে
'জেনো এ খবর'।

* আসিল না ফিরে............প্রেরিত পুরুষগণের কথায় কর্ণপাত করে নাই, এইজন্য কত জাতিকে ইতিপূর্ব্বে নির্ম্মূল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৩য় রুকু)

প্রাণহীন ধরা
হের সে কেমন
দিতেছে আভাস
মোর নিদর্শন,
মাটীতে জীবন
করেছি সঞ্চার,
ফলায়েছি কত
শস্য আবার ;
ওরা যে তাহাই
করেছে আহার।
আঙ্গুর-কানন
খেজুরের বন,
কত যে সেথায়
করেছি সৃজন ;
প্রবাহিত করি
সলিলের ধারা,
এনেছি সেথায়
এনেছি ফোয়ারা।

খেতে যেন পারে
ওরা এই ফল,
ওদের তৈয়ারী
নহে এ সকল।
এ কারণে ওরা
আমার সকাশে
রবে নাকি বাঁধা
কৃতজ্ঞতা পাশে ?
মানুষ অথবা
অজানিত তার
যাহা কিছু ধরে
বুকে দুনিয়ার,
জোড়া জোড়া সব *
সৃজিল যে,
মহিমা তাঁহারি
কর হে ঘোষণা।

* জোড়া জোড়া............নর ও নারী এই দুই রূপে জীব সকল সৃষ্ট হইয়াছে।

ওদের লাগিয়া
মোর নিদর্শনী
রয়েছে আবার
'হের' সে রজনী ;
রাত হ'তে দিবা
করি প্রকটিত,
(তবু) আঁধারেই ওরা
রহে নিমজ্জিত।
সুবিজ্ঞ মহান্
তাঁহারি নিদেশে
ধেয়ে যায় রবি
বিরামের দেশে।
মন্‌জিল সব
চন্দ্রের তরে
রেখেছি গো আমি
নির্দ্দেশ ক'রে।

ধরণীবক্ষ, তমসাময়ী রজনী এবং মহাসমুদ্র এই তিন স্থলে খোদা তা'লার অপার মহিমার নিদর্শন সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে, বর্ণিত আয়াতগুলিতে তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারের পর দিবসের আলো প্রকটিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিধর্ম্মীরা আলোকের সন্ধান পায় না।

প্রাচীন খেজুর
শাখাটীর মত
পুনরায় সে যে
হয় পরিণত।
দিবাকর যেয়ে
চাঁদেরে যে ধরে,
এমন বিধান
নাহি তার পরে।
দিবা অতিক্রমি
রাত নাহি আসে,
যার পথে সেই
চলিছে আকাশে।
আমি যে ওদের
সন্ততিগণ
ভরা জাহাজেতে *
করেছি পালন ;
সেখানেও মোর
আছে নিদর্শন।

* ভরা জাহাজেতে..........নুহ (দঃ) নবীর জাহাজের কথা বলা হইয়াছে।

গড়িয়াছি তরী
কত তার মত,
ওরা যে চড়িয়া
বেড়ায় 'নিয়ত'।
মনে যদি করি *
পারি যে ডুবাতে,
নাহি কেহ আর
ওদেরে বাঁচাতে ;
পাবে নাক ওরা
পাবে না তখন
সহায়, শরণ।
ক্ষণকাল সুখে
র'বে যে সকলে,
সে যে শুধু মোর
করুণার বলে।

* মনে যদি করি............মানুষ যখন জাহাজে আরোহণ করিয়া যথা ইচ্ছা পরিভ্রমণ করে, তখন সেই দুস্তর মহাসাগরের মধ্যে তাহাকে কে রক্ষা করে? খোদাতা'লার অপার করুণা ব্যতীত সে সময় অন্য কোনো সহায়, শরণ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

বলা হ'ল ফিরে
উহাদের কাছে,
সমুখে পিছনে *
যাহা কিছু আছে
ভয় করে চল
সবটীরে তার ;
তা' হলে করুণা
পাবে গো আমার।
নিদর্শন সব
যা আছে খোদার,
একটী শুধুই
আনিলে না তার ;
এ সব হইতে
ফিরায়ে নয়ন,
চলে গেল হায় !
ওরা সব জন।

* সমুখে পিছনে...........ইহকাল ও পরকালের শাস্তি অবিশ্বাসী দলকে বুঝাইবার জন্য খোদাতা'লার অস্তিত্বের নিদর্শন সমূহের মধ্যে তুমি শুধু একটীই প্রদর্শন কর নাই, এ পর্য্যন্ত অনেক নিদর্শনের কথাই বলা হইয়াছে ; কিন্তু বিধর্ম্মীরা বিশ্বাস করে নাই।

বলা হ'ল পুনঃ
ওদেরে যখন
"খোদা তোমা সবে
দিয়েছে যে ধন,
তাহা হ'তে কিছু
কর বিতরণ।"
অবিশ্বাসী জন
কহিবে তখন,
"বিশ্বাসী জনে,
দিব কি আহার
আমরা তাহার ?
খাওয়াতে তাহারে
যদি রে চাহিত
খোদাই পারিত।"
'তাই বলি তোমা'
আছে ওরা আছে
স্পষ্টতঃ 'হের'
ভ্রান্তির মাঝে।

বলিবে তাহারা
বলিবে আবার,
"খাঁটী যদি হয়
বাক্য তোমার,
কবে তব বাণী
হইবে সফল,
সে কথা মোদেরে
বল তবে, বল।"

৯

পরস্পর যবে
যুঝিতে থাকিবে,
প্রলয়ের ধ্বনি
তখনি উঠিবে ;
বসে আছে ওরা
প্রতীক্ষায় যার
ইহা বিনে সে ত
নহে কিছু আর।

পারিবে না কিছু
রেখে যেতে দান,—
বিষয়ের কোনো
করিতে বিধান।
অথবা যেথায়
রবে পরিজন,
পারিবে না সেথা
করিতে গমন।

(৪র্থ রুকু)

ফুকারি' শিঙ্গা
বাজিবে যখন,
কবর ছাড়িয়া
আসিবে ছুটিয়া,
আসিবে যে ওরা
প্রভুর সদন।
বলিবে যে ওরা,
"একি হ'ল দায়,
চির ঘুম-ঘোরে
আছিনু যেথায়,
সেখান হইতে
'সে ঘুম ভাঙ্গিয়া'
কে বল মোদেরে
দিল জাগাইয়া ?"

ইস্রাফিলের শিঙ্গা তিনবার বাজিয়া উঠিবে। প্রথম ফুৎকারে মহা প্রলয় সঙ্ঘটিত হইবে ৪৯।৫০ আয়াতে উল্লিখিত প্রলয়-ধ্বনির কথা বলা হইয়াছে, দ্বিতীয়বার ফুৎকারে সকলকে পুনর্জ্জীবিত করা হইবে, ৫১।৫২ আয়াতে তাহাই বর্ণন করা হইয়াছে। তৃতীয় ফুৎকারে সকলেই খোদাতা'লার সম্মুখে নীত হইবে এবং পাপ-পুণ্যের বিচার আরম্ভ হইবে ; ৫৩ হইতে পরবর্ত্তী কয়েক আয়াতে ইহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

দিয়েছে এ কথা
প্রভু দয়াময়,
নবীগণও খাঁটী
বলেছে 'সবায়' ।

উঠিবে সে ধ্বনি
আরও একবার,
হেরিবে তখনি,
শুনিয়া সে ধ্বনি
এসেছে সকলে
সমুখে আমার ।

কারো প্রতি ওগো
কোনো অবিচার
হবে না সেদিন,
'এই জেনো সার' ।

যে কাজ তোমরা
করিলে ধরায়,
পুরস্কার তার
লভিবে সবায় ।

স্বর্গবাসী যারা
আনন্দেতে রত
নিজ নিজ কাজে
রহিবে সতত।

ছায়া তলে, উঁচু
গদির আসনে
জায়া সহ র'বে
হেলিয়া শয়নে।

পাইবে সেথায়
নানাজাতি ফল,
যাহা চাহে মন
পাবে যে সকল।

"শান্তি! শান্তি!
হোক সবাকার,"
বলিবে যে প্রভু
করুণা-আধার।

বলা হ'বে, "ওগো
পাতকীর দল,
দূরে চলে যাও
যাও হে সকল।"

ওগো আদমের
সন্তানগণ,
তোমাদেরে কিগো
বলি নি এমন
শয়তানে কভু
করো না প্রণতি,
সে যে তোমাদের
দুশ্‌মন অতি।

পূজিবে তোমরা
আমারে কেবল,
ইহাই যে পথ
সঠিক সরল।

সে যে তোমাদের
কত শত জন
করিয়াছে ওগো
বিপথে চালন,
বুঝিতে কি ইহা
পার নি তখন?

'হের' এই সেই
নরক-নিলয়,
দেখায়েছি আমি
ইহারই যে ভয়।
আন নি ঈমান
বলি সে কারণ,
পশ গিয়ে তবে
সেখানে এখন।
রাখিব ওদের
মুখটী রোধিয়া,
হাত দু'টী কথা
যাবে যে বলিয়া,

যাহা কিছু ওরা
করিল ধরায়
চরণ ওদের
সাক্ষ্য দিবে তায়।
উপাড়ি ফেলিতে
ওদের নয়ন
পারিতাম আমি
করিলে মনন ;
তা হ'লে সে পথ †
কেমনে দেখিত,
দ্রুতগতি যদি
চলিতে চাহিত ?
ইচ্ছা যদি হ'ত
ঐ অবয়ব
বদল করিতে
পারিতাম সব,
ফিরে যেতে কিবা
করিতে গমন
শকতি তা হ'লে
ছিল না এমন।

† সে পথ........পাপের পথ।

(৫ম রুকু)

বাঁচাইনু যারে
বহুকাল ধ'রে
দেহখানি তার
বেঁকে নুয়ে পড়ে,
ওরা কি এ সব
বুঝিবে না ওরে ?

শিখাই নি তাঁরে *
কবিতা ললিত
তাঁর লাগি শেখা
হ'বে না উচিত,
সহজ সরল
কোরান এখানি
বহিয়া এনেছে
সাবধান-বাণী।

* শিখাই নি তাঁরে........হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, বিধর্ম্মিগণ কেহ বা তাঁহাকে কবি, আবার কেহ বা যাদুকর বলিত, ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ আয়াতটী অবতীর্ণ হইয়াছে।

বেঁচে আছে ওরা
আছে যত জন,
কোরান ওদেরে
করিবে বারণ।

অবিশ্বাসী যারা
তাদের উপরে
দণ্ড বিধান
যাইবে যে করে।

ভাবিয়া উহারা
দেখে না কি হায়!
যাহা কিছু আমি
সৃজিনু ‘ধরায়,’
আছে তার মাঝে
ওদের কারণ
গৃহে পোষা ওগো
যত পশুগণ;
মানুষ ওদের
মালিক এখন।

রেখেছি তাদের
অধীন করিয়া,
কারো পিঠে চ'ড়ে
বেড়ায় চলিয়া,
কারে বা উহারা
করে যে আহার,
পেয়েছে মানুষ
কত উপকার,
পেয়েছে দুগ্ধ
পানীয় যে তবু
শোকর আমার
করিবে না কভু?

খোদারে ছাড়িয়া
অন্য দেবগণে
ভজিল উহারা
এই ভেবে মনে—
পাইবে সহায়
তাদের সদনে।

কিন্তু দেবগণ
পারিবে না হায়,
ওদেরে কখনো
দিতে যে সহায়।
লভিতে শান্তি
এসে পরস্পর
এক সাথে ওরা
হইবে যে জড়।
সে কারণে আমি
বলি যে তোমায় *
দুঃখিত হ'য়ো না
ওদের কথায়।
গোপনে অথবা
প্রকাশ্যে সবার
যা' করিল কাজ
জানি সব তার।

* তোমায়.........হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

মানুষ ভাবিয়া
দেখে না কি আর,
ক্ষুদ্র জীবাণু
হ'তে যে তাহার
ক'রেছি সৃজন
ঐ অবয়ব ;
করিবে কি ওরা
অস্বীকার সব ?

আর কারো সাথে
দেয় তুল মম,
কি ক'রে যে ওরা
পেয়েছে জনম
ভুলে গেল হায় !
বলিছে এখন,
"পচা হাড়ে কেবা
দিবে রে জীবন ?"

বল তুমি তারে
প্রথমে যে জন,
করিল সৃজন
সেই পুনঃ তার
দিবে রে জীবন।
সৃষ্টির ভেদ
জানে সেই জন।
বিটপী সবুজ
হ'তে যে আবার
করেছেম তিনি
আগুন সঞ্চার ;
সে আগুন তুমি
জ্বাল'নিরবধি'।
গগন ভুবন
গড়িলেন যদি,
নাই কিরে তাঁর
এ হেন শকতি
গড়িতে পারেন
তোমার মুরতি ?

যদি কোনো কিছু
চাহে সে গড়িতে,
'হ'য়ে যাও' বলে,
আদেশ করিতে
হ'য়ে যায় সব
অমনি ত্বরিতে।

আছে তাঁর হাতে
আছে বাদশাই
সবার উপরে
হের সব ঠাঁই।

জয় হোক তাঁর,
'সকল ছাড়িয়া'
তাঁর কাছে তুমি
যাবে যে ফিরিয়া।

সমাচার

সূরাহ্‌—নাবা

(মক্কায় অবতীর্ণ—৪০ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌ তা'লার নামে।

(১ম রুকু)

সুধাইছে ওরা সব বল কোন কথা ?
কি যে সেই মহান বারতা—
যে বিষয়ে ভিন্ন জনে ভিন্ন মত করিছে পোষণ।
অচিরে জানিবে ওরা সত্য সে বচন,
বলি পুনর্ব্বার জানিবে নিশ্চয়,
মিথ্যা কভু নয়।

নাবা—ঘোষণা-বাণী, সমাচার

এই সূরায় দুইটী অধ্যায় আছে, দুইটী অধ্যায়েই বিচার দিবসের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

মহাবারতা—কেয়ামত দিবসের সংবাদ।

সূরাহ্‌ আর্‌-রহমানের ন্যায় এই সূরায়েও খোদাতা'লার সৃষ্টি মহিমার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

শয্যারূপে ধরণীরে করি নি কি করি নি বিস্তার,
রাখি নি কি গিরিরাজি উপরে তাহার
কীলক আকার ?
নর-নারী দুইরূপে তোমা সব করেছি সৃজন,
দিয়েছি যে নিদ্রা তব বিশ্রাম কারণ,
রজনীরে আনিয়াছি আবরণী ক'রে,
দিবস করেছি আমি
রুজি খুজি আনিবার তরে।
গড়িয়াছি শিরোপরি সপ্ততল গগন-মণ্ডল *
রাখিয়াছি সেথা ওগো প্রদীপ উজ্জ্বল
তরুরাজি পরিপূর্ণ সবুজ কানন,
তৃণ লতা শস্য অগণন,
করিবারে সব উৎপাদন
পাঠায়েছি মেঘ হতে বারি বরিষণ।
বিচারের দিন ওগো আছে নিরূপিত,
যে দিন বাজিবে শিঙ্গা শুনি আচম্বিত
দলে দলে ছুটে তোরা আসিবি ত্বরিত। *

* গগন-মণ্ডল...সপ্তগ্রহ মণ্ডলী। প্রদীপ উজ্জ্বল...উজ্জ্বল সূর্য্য কিরণ।
* মৃত্যুলোক হইতে।

খুলে যাবে নভস্থল মুক্ত করি সকল দুয়ার,
নড়িবে যে গিরিরাজি
গলে' যাবে বাষ্পের আকার।
আছে সেথা আছে এক নরক-নিলয়
জান সুনিশ্চয় ;
ভ্রান্ত যত পথহারা
রহিবে যে তারা
যুগ যুগান্তর ধরি রহিবে সেথায়।
'এই সেই বাসস্থান, কি বলিব হায়' !
পূঁজ রক্ত কিম্বা অতি তপ্ত বারি ছাড়া,
পাবে না সেথায় ওগো পাবে না যে তারা,
সুপেয় পানীয় কভু স্নিগ্ধ সুশীতল।
পাতকের পরিণাম এই প্রতিফল।
হিসাবের ভয় তারা করে নি কখন,
মিথ্যা বলি জানিল যে মোর নিদর্শন ;
সত্য, তারে মিথ্যা বলি দিল অপবাদ,
লিখিয়া রেখেছি সবি লহ তবে স্বাদ।
শাস্তি বিনে আর কিছু হবে না বিধান,
বৃদ্ধি হ'বে সুধু ওগো তার পরিমাণ।

কিন্তু যে বা করিয়াছে খোদারই যে ভয়,
তার লাগি আছে এক সুখের নিলয়।
আছে সেথা দ্রাক্ষা-কুঞ্জ-বেষ্টিত কানন,
নবীনা কিশোরী হেন কুমারী রতন *
মরি, মরি, যত সব বয়সে সমান!
আছে পাত্র পরিপূর্ণ
সুধা বারি করিবার পান।
শুনিবে না অনর্থক কথা কেহ অলীক বচন,
কর্ম্ম অনুযায়ী ফল পাইবে যে প্রভুর সদন।
গগন ভুবন আর যাহা কিছু বিরাজে সেথায়,
সকলের অধিরাজ প্রভু সদাশয়।
তার সনে সেই দিন বলিবে যে কথা
নাহি কারো নাহি সে ক্ষমতা।

* কুমারী রতন—মৌঃ মোহাম্মদ আলীর মতে যৌবনের তরুণিমা। স্বর্গপুরে তরুণী কিশোরীর অস্তিত্ব থাকা সম্বন্ধে সুরাহ্ আর-রহ্‌মানের টীকা দ্রষ্টব্য।

যেই দিন মানবাত্মা, নভোদূত সবে
সারি সারি দাঁড়াইয়া রবে ;
দয়াময় প্রভু যারে দিবে অনুমতি,
সেই ভিন্ন অন্য কারো রবে না শকতি,
কোনো কিছু কথা বলিবার।
যা বলিবে সত্য খাঁটী বাণী যে তাহার।
সেই দিন আছে সুনিশ্চয় ;
যাও চলি যাও তবে যার ইচ্ছা হয়
আশ্রয় মাগিয়া লও প্রভু সন্নিধান ;
অচিরে আসিবে দণ্ড হও সাবধান।
সেদিন দেখিবে সবে নিজ নিজ করমের ফল,
হাতে গড়ে যাহা কিছু লভিল সম্বল।
অবিশ্বাসী জন
বলিবে তখন,
বলিবে সে কেঁদে নিরবধি,
হায়! হায়! ধুলি হয়ে রহিতাম যদি।

পুনরুত্থান

সুরাহ্—কেয়ামত

(মক্কায় অবতীর্ণ—৪০ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'লার নামে।

(১ম রুকু)

উত্থান দিবস আর
অনুতপ্ত মানব আত্মার
শপথ জানাই
'বলিতেছি তাই'
ভেবেছে কি মানুষ এমন
আনিব না অস্থিখণ্ড
এক সাথে করি আহরণ ?
অঙ্গুলীর অগ্রভাগও জেনো জেনো তার
জুড়ে দিব যেই স্থানে আছে যে আকার,
সম্মুখেতে যা আছে তাহার
মানুষ করিতে চাহে তা'ও অস্বীকার ?

উত্থান দিবস—মহা প্রলয়ের পরে পুনরুত্থান দিবসের কথা বলা হইয়াছে প্রত্যেক মুসলমানকেই কেয়ামত বিশ্বাস করিতে হইবে। সম্মুখেতে যা আছে তাহার.........যাহা নিশ্চয়ই সংঘঠিত হইবে তাহাও সে মিথ্যা বলিতে চায় ?

সুধাইছে তাই আসিবে গো কেয়ামত
কবে কোন্ দিন,
'বল তারে' আঁখি যবে ঝল্‌সিবে
দৃষ্টি হবে ক্ষীণ।
অন্ধকার হয়ে যাবে চন্দ্রের কিরণ *
চন্দ্র সূর্য্য এক সাথে মিলিবে যখন,
বলিবে মানুষ ওগো! কোথা আমি যাই—
'লুকাবার স্থান বল খুঁজে কোথা পাই'
কিন্তু হায় বিফল ক্রন্দন!
পাবে না সে কোন স্থানে
পাবে না শরণ।
প্রভু তব, তার কাছে রহিবে সেদিন
আশ্রয়ের স্থান সুধু 'ওরে গৃহহীন';
সেই দিন বলা হবে মানুষের কাছে,
আদি অন্ত যাহা কিছু করিল সে
দুনিয়ার মাঝে।

* সেদিন চন্দ্রের কোন কিরণ থাকিবে না; চন্দ্র সূর্য্য একসাথে পশ্চিমে উদিত হইবে।

কেহ যদি কোনো কথা করে অস্বীকার
প্রতিকুলে সাক্ষী নিজে হবে আপনার। *
[দ্রুতগতি করিও না রসনা চালন
কিরূপে যে পাঠ করা †
কি ক'রে যে রাখিব স্মরণ ?
আমার সে কাজ আমি দেখিব তখন,
পড়িবার কালে মন করিও নিবেশ,
বুঝাইয়া দিব আমি পাঠ হ'লে শেষ।']

* নিজে অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

† পাঠ করা—কোরান বা ওহি

দ্রুতগতি........পাঠ হ'লে শেষ—উল্লিখিত পদগুলির সঙ্গে বর্ণিত বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, ভুলিয়া যাইবার আশঙ্কায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোন সুরাহ্ অবতীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেন। তাই বলা হইতেছে তুমি শুধু মনঃ সংযোগ করিয়া শ্রবণ করিয়া যাও, কোরানের আয়াত সমুহ কিরূপে তোমার মনে থাকিবে সে ভার খোদাতা'লা নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন।

পরকালে যে জীবন অবহেলে তাই
ভালবাস তুমি যাহা শুধু ক্ষণস্থায়ী।
সেই দিন কত সব বদন-মণ্ডল
তাকাইতে প্রভু পানে 'প্রভাদীপ্ত'
হবে সমজ্জ্বল।
এই বুঝি আসে ঘোর দুর্ব্বিপাক
ভাবিয়া সেদিন
কত সব মুখ হায় হতাশায় হবে যে মলিন।
কণ্ঠ মাঝে আত্মা ওগো আসিবে যখন,
এই ব'লে করিবে ক্রন্দন,
কার কাছে আছে মন্ত্র? কে আছে এমন
'ফিরাইয়া আনে তার দেহে সে জীবন?'
মানুষ ভাবিবে হায়! বিদায়ের ক্ষণ
এল বুঝি 'এল রে মরণ।'
চরণের সাথে রবে চরণ তাহার,
ধরে নেওয়া হবে তারে প্রভু যেথা
সন্নিকটে তার।

'পরকালে.........ক্ষণস্থায়ী—হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) উদ্দেশ করিয়া সাধারণতঃ মানুষের প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে।

(২য় রুকু)

করে নি সে উপাসনা, সত্য নাহি করিল গ্রহণ,
সত্য সব মিথ্যা জানি ফিরে গেল
'না শুনে বচন'
অবহেলে দর্প ভরে গেল সে যে চলে,
ফিরে গিয়ে মিশিল সে আপনার দলে।
হায়! হায়! অভিশাপ,
এত তব দুঃখ তাপ!
মানুষে কি ভেবেছে এমন,
তার পরে নাহি কোন জন?
আছে তার স্বাধীনতা আছে সব কাজে,
অতি তুচ্ছ শুক্রকীট ছিল না কি জরায়ুর মাঝে?
তার পরে হ'ল ঘন রক্তের সঞ্চার,
তাই দিয়ে খোদা তার দিল যে আকার,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করি করিল গঠন,
নর-নারী দুই রূপে হের দুইজন।
নাহি কিরে শক্তি ওগো নাহি কিরে তাঁর,
মৃতজনে দেয় ওগো জীবন আবার?

প্রতারণা

সূরাহ্—আত্তাঘাবুন

(মদীনায় অবতীর্ণ—১৮ আয়াত)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'লার নামে।

(**১ম রুকু**)

যাহা কিছু আছে স্বর্গে ধরণী মাঝার
সকলেই ঘোষিতেছে মহিমা খোদার,
রাজ্য যত সবই তাঁর, তাঁরই যশ-মান,
সকলের পরে খোদা সর্ব্বশক্তিমান।

সৃজিলেন তিনি ওগো তোমা সব জন,
বিধর্ম্মী হ'লে বা কেহ, হ'লে কেহ বিশ্বাস ভাজন
যত সব কার্য্য তুমি কর হে সাধন,
খোদা যে সকলি তাহা করে বিলোকন।

রচিলেন সত্য তিনি গগন-মণ্ডল,
রচিলেন এ সংসার 'এই মহীতল',
গড়িলেন তোমা সবে, দিল মরি সচারু গঠন,
ফিরে যাবে 'অবশেষে' তাঁহারি সদন।

যাহা কিছু আছে স্বর্গে দুনিয়া মাঝার
জানে জানে খোদা ওগো সকলি যে তার।

রাখিয়াছ যাহা তুমি গোপনে আবৃত,
কিম্বা যাহা কর প্রকটিত,
অন্তরের মাঝে যাহা রয়েছে গোপন,
জানে খোদা 'অন্তর্য্যামী জন।'

যত জন পুরাকালে অবিশ্বাস ক'রে
লভিল যে প্রতিফল নিজ নিজ দুষ্কার্য্যের তরে,
তোমাদের কাছে ওগো আসে নি কি
সেই উপাখ্যান ?
হ'বে আরও কষ্টকর শাস্তির বিধান।

সাথে ক'রে সত্যিকার যত নিদর্শন
প্রেরিত পুরুষ সবে এল যবে তাদের সদন,
বলিল তখন তারা, "মানুষে দেখাবে পথ !
একি সব কথা ?"
অবিশ্বাস করি সবে ফিরে গেল 'না শুনে বারতা'।

নাহি আছে কোন কিছু অভাব খোদার,
মুখাপেক্ষী নহে কারো, যোগ্য বটে
যোগ্য প্রশংসার।

বিধর্ম্মীরা মনে ভাবে 'মৃতজন মধ্য হ'তে'
উঠিবে না আর ;
বল তুমি "বলিতেছি শপথ খোদার
উঠিতে হইবে পুনঃ জানিও নিশ্চয়
যা' করিলে কাজ হেথা ব'লে দেওয়া হ'বে সমুদয়;
এ কাজ খোদার তরে সোজা অতিশয়।"

খোদা ও রছুল প্রতি কর তবে বিশ্বাস স্থাপন,
বিশ্বাস কর হে সবে 'আলোবিকিরণ' *
পাঠায়েছি যাহা আমি দুনিয়ার মাঝ ;
জানে খোদা যত কিছু কর তুমি কাজ।

মিলনের দিনে খোদা আনি সব জন
'এক সাথে সমবেত করিবে যখন,

* আলোবিকিরণ.........কোরান

সেই দিন প্রতারিত হবে পরস্পর। *
ঈমান আনিল যারা খোদার উপর,
ভাল সব কাজ যেবা করিল 'সতত,'
মুছে ফেলা হ'বে তার মন্দ কাজ যত।
রাখা হ'বে তারে সেই কানন মাঝার
বয়ে যায় স্রোতস্বিনী পার্শ্ব দিয়া যার,
করিবে সে চিরকাল সেথা অবস্থান ;
এ যে কার্য্য অতীব মহান্!
কিন্তু বলি অবিশ্বাসী জন
অলীক জানিল যেবা মোর নিদর্শন,
অনলের অধিবাসী হ'বে ওরা হ'বে,
চিরদিন তরে ওগো সেথা প'ড়ে রবে,
নিকৃষ্ট সে বাসস্থান 'জেনে লও তবে।'

* প্রতারিত হবে.........পরস্পর—যে ব্যক্তি লোকের নিকট পুণ্যবান হয় ত মহা বিচারের দিনে সে পাপী বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং যাহাকে লোকে পাপী বলিয়া জানে সেদিন সে হয় তঁ পুণ্যবান বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

(২য় রুকু)

কোনো কিছু ভাগ্য বিপর্য্যয়
খোদার নিদেশ বিনা কভু নাহি হয়।
খোদা প্রতি আস্থা যেবা করিল স্থাপন
সু-পথে চালাবে খোদা ওগো তার মন।

সব কিছু জানে খোদা জানে 'সবিশেষ',
রছুলের কথা আরও মেনে চল খোদারই নিদেশ।
না মেনে তাদের কথা ফিরে যদি যাও তুমি চ'লে
রছুলের কাজ সুধু স্পষ্ট করি যাইবে সে বলে।

খোদা বিনে উপাস্য যে নাহি কেহ আর,
নির্ভর কর হে তবে হে বিশ্বাসী, উপরে খোদার।
সন্তান সন্ততি সব ভার্য্যাগণ মাঝে তোমাদের
আছে শত্রু আছে ওগো ঢের।
বিশ্বাস করেছ যারা ওহে অনুরাগী,
সতর্ক হইও তবে উহাদের লাগি।
দোষ নাহি ধর যদি, কর ক্ষমা, হও হে সদয়
নিশ্চয় জানিও খোদা ক্ষমাশীল, অতি সদাশয়।

সম্পদও সন্ততি তোমার,
এ যে স্থল স্থধু পরীক্ষার।
যার কাছে রহিয়াছে মহাপুরস্কার
সে যে খোদা 'এই জেনো সার'।
খোদার আদেশ প্রতি যথা সাধ্য হও সাবধান,
শুনে লও, মেনে লও সকলি বিধান।
দাও তবে দাও ভিক্ষা দান
হ'বে তব আত্মার কল্যাণ।
যেবা জয় করিয়াছে লালসা আত্মার,
সার্থক হয়েছে ওগো জীবন তাহার।
খোদাকে দেও গো যদি উত্তম যে ঋণ
দ্বিগুণ করিয়া দিবে খোদা 'একদিন'।
অপরাধ যত সব করিবে মার্জ্জন,
কৃতজ্ঞও ক্ষমাশীল খোদা সেই জন।
অদৃশ্য অথবা যাহা আছে দৃশ্যমান,
রাখে খোদা রাখে সব জ্ঞান;
জ্ঞানময় ওগো তিনি মহাশক্তিমান।

সুখ দুঃখে খোদার প্রতি নির্ভর শীল হওয়া পার্থিব ধন রত্নের মূল্য, দানের মহিমা ইত্যাদি এই স্বরাহ্‌তে বর্ণিত হইয়াছে।

বিজয় লাভ

(সূরাহ্‌ বকর ৪০ রুকু)

দাতা ও দয়ালু আল্লাহতা'লার নামে।

لله ما فى السموت وما فى الارض......

فانصرنا على القوم الكفرين

যাহা কিছু আছে স্বর্গে ধরণী মাঝার
সকলি ত সকলি খোদার।
অন্তরের মাঝে যাহা করিলে পোষণ
প্রকাশিত কর কিম্বা রাখ হে গোপন,
খোদা যে হিসাব তার করিবে গ্রহণ ;
যারে ইচ্ছা করিবেন ক্ষমা প্রদর্শন,
যারে ইচ্ছা দিবে দণ্ডদান ;
সর্ব্বোপরি খোদা তিনি মহাশক্তিমান।

প্রেরিত পুরুষ আর বিশ্বাসী যে জন
প্রত্যাদেশ পরে যারা করিয়াছে বিশ্বাস স্থাপন
খোদা ও রছুল ওগো নভোদূত, গ্রন্থরাজি তার
বিশ্বাস করিল তারা 'সকলই যে করিল স্বীকার।'
নবীগণ মধ্যে আমি তারতম্য করি না'ক কভু
বলে তারা, "শুনিলাম মানিলাম সকলি ত প্রভু!
যাচি মোরা ক্ষমা তব যাচি তব কাছে,
ফিরে যাব অবশেষে তোমারি সকাশে।"
সাধ্যের অতীত কার্য্য কারো প্রতি খোদা কভু
করে না অর্পণ।
যাহা কিছু পুণ্য ও সে করিল অর্জ্জন
তারি ভোগে আসিবে যে আসিবে সকল;
করিয়াছে পাপ যত পাইবে সে তার প্রতিফল।

ইহা সুরাহ্ বকরের শেষ রুকু। ইসলাম ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি এই অধ্যায়টীতে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক মুসলমানকেই ৭টী বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। যথা—(১) খোদার অস্তিত্ব (২) প্রেরিত পুরুষগণ (৩) স্বর্গীয় দূতগণ (৪) খোদাতা'লার প্রেরিত গ্রন্থসমূহ (৫) পরকাল (৬) পাপ-পুণ্যের বিচার (৭) কেয়ামত। এই সমস্ত বিশ্বাস না করিলে সে মুসলমান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না। শেষ অংশটুকু প্রার্থনা রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"ওহে প্রভো, ভ্রম ত্রুটী হয় যদি
কিম্বা পাপে হই নিপতিত,
তার লাগি আমাদেরে কর না'ক কর না দণ্ডিত।
ওহে প্রভো, পূর্ব্ববর্ত্তী আমাদের ছিল যত জন
তাদের উপরে ওগো যেই বোঝা করিলে স্থাপন,
হেন গুরুভার বোঝা আমাদেরে কর না অর্পণ,
ওহে প্রভো, শক্তির অতীত কিছু
দিও না'ক করিতে বহন।
মুছে ফেল পাপ যত, ক্ষমা অপরাধ,
কর হে মার্জ্জনা প্রভু 'ওহে দীন নাথ',
তুমি হে সহায়দাতা, হও হে সদয়
বিধর্ম্মীর পরে ওগো দাও হে বিজয়।"